দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

শিক্ষক সংকটের স্থায়ী সমাধান হয়নি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি

খুবি সংবাদদাতা

শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত হওয়ায় ভেঙে পড়ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশের প্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় শিক্ষক সংকটের কারণে আরেক দফা পিছিয়ে গেল জীববিজ্ঞান স্কুলের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা। অন্যান্য স্কুলের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলেও পরবর্তী টার্ম কবে শুরু হবে বা আদৌ শুরু হবে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দেয়া না হলে ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়ার পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিন প্রধানরা। এমনিতেই খুবি'র শিক্ষাব্যবস্থা চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, তার ওপর শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত হওয়ায় অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ১৬টি ডিসিপ্লিনের মধ্যে ১১টিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। শিক্ষক সংকট মেটাতে এ ডিসিপ্লিনগুলোতে তিন মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত ৩৩ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পরে এ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়। গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিসিপ্লিনগুলোর শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক বোর্ড বসানো হয়। বোর্ডে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিয়োগ দিতে ৩ ডিসেম্বরের সিন্ডিকেটে এ সংক্রান্ত একটি এজেন্ডাও রাখা হয়। কিন্তু ওই দিন সিন্ডিকেট সভা চলাকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ভিসি বরাবর একটি জরুরী ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। যেটাতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার জন্য বলা হয়। অথচ সে ফ্যাক্স বার্তায় নিয়োগ বন্ধ রাখার কোনো কারণ উল্লেখ করা ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৪ জন শিক্ষকের মধ্যে শতাধিকের বেশী শিক্ষক ছুটিতে আছেন। এতে করে সংকট আরো বেশী ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনে আটজন, সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনে চারজন, অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে তিনজন, ফার্মেসি ডিসিপ্লিনে ছয়জন এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ডিসিপ্লিনে সাতজন শিক্ষক নিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি করে ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এছাড়া মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, গণিতসহ বেশ কয়েকটি ডিসিপ্লিনে মারাত্মক শিক্ষক সংকট রয়েছে। শিক্ষক সংকটের কারণে আগে থেকেই অনেক ডিসিপ্লিনকে স্থানীয় কলেজ থেকে এবং সদ্য পাস করা গ্রাজুয়েটদের দ্বারা ক্লাস নেয়া হতো, যাদের ওই সব বিষয়ে নেই কোনো অভিজ্ঞতা এমনকি অনেকে ভাল ইংরেজীও উচ্চারণ করতে পারে না। তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা ভাল কিছু শিখতে পারে না। ১৩ সপ্তাহের মধ্যে ক্লাস শেষ করার কথা থাকলেও টার্মের শেষের দিকে এসে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে হয় পুরো ক্লাস। বেশীরভাগ সময় দেখা যায়, অসমাপ্ত ক্লাস টেস্ট, সেশনাল ট্যুর, সেশনাল রিপোর্ট পরবর্তী টার্মে শেষ করতে হয়। মূলত শিক্ষক সংকটের কারণে জীববিজ্ঞান স্কুলের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা আবারো পিছিয়ে গেল। কয়েকটা ডিসিপ্লিনের ক্লাস যথাসময়ে শেষ করতে না পারায় টার্ম ফাইনাল পেছানোর সিদ্ধান্ত নিল জীববিজ্ঞান স্কুল। কিছু ডিসিপ্লিনের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলেও পরবর্তী টার্ম কবে শুরু হবে বা আদৌ শুরু হবে কি না এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট সন্দিহান। শিক্ষকরাও অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করতে চাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষক সঙ্কট সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা দ্রুত মন্ত্রণালয়ের আদেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন।